যুগান্তর

16 APR 2008

সিলেটে বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার

জনবল সংকটের কারণে পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না

আবদুর রশিদ রেনু, *সিলেট থেকে*

সিলেটে বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম এখনও চালু হয়নি। দেশের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে দেশের ছয়টি বিভাগে রয়েছে বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার। সিলেট স্টেডিয়ামের পূর্ব পার্শ্বে সিলেট বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারটির যাত্রা শুরু হয় ২০০৫ সালের ২ ডিসেম্বর। প্রায় ৪২ শতক জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এ গ্রন্থাগারটি। চারতলাবিশিষ্ট এ গ্রন্থাগার ভবনটি আধুনিক গ্রন্থাগারের আদলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ গ্রন্থাগারটির নিচতলায় রয়েছে একটি সুপরিসর সেমিনার কক্ষ, উপ-পরিচালকের কক্ষ, সাধারণ অফিস কক্ষ, কম্পিউটার কক্ষ, বই সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ কক্ষ এবং স্টোর। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে একটি বড় পরিসরে সাধারণ পাঠকক্ষ, লাইব্রেরিয়ানের কক্ষ, বুক স্ট্যাক ১টি, শিশু পাঠকক্ষ, রি-প্রোডাকশন কক্ষ, স্টোর এবং কেন্দ্রীয় চেকপোস্ট ১টি। তৃতীয় তলায় রয়েছে বিজ্ঞান পাঠকক্ষ, কেন্দ্রীয় বুক স্ট্যাক, সহকারী লাইব্রেরিয়ানের কক্ষ এবং স্টোর। চতুর্থ তলায় রয়েছে রেফারেন্স পাঠকক্ষ, অডিও ভিজ্যুয়াল কক্ষ এবং গবেষণা কক্ষ। এছাড়া প্রতি তলায় রয়েছে দুটি করে টয়লেট। ভবনটিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা দুটি নামাজের কক্ষও রয়েছে। রয়েছে বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা। আধুনিক স্থাপত্যশৈলীতে ভবনটি নির্মিত হয়েছে। পর্যাপ্ত আলো-বাতাসে মনোরম পরিবেশে ও নিরিবিলিতে পাঠের সুব্যবস্থা রয়েছে এখানে। সাহিত্য ও জ্ঞানের প্রায় ৪২ হাজার বই রয়েছে এখানে। এছাড়া ৮টি জাতীয় দৈনিক ও ১টি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা এবং বিভিন্ন সাময়িকী রাখা হয় নিয়মিত। এখান থেকে পাঠকদের বাড়িতে কোন বই নেয়ার ব্যবস্থা না থাকলেও প্রয়োজনীয় নোট নিতে পারেন পাঠকরা। গ্রন্থাগারটিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পাঠকদের সেবাদানে অত্যন্ত আন্তরিক। এখানে পাঠ্য সামগ্রীগুলো আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত ডিওডিসিমেল ক্লাসিফিকেশন পদ্ধতিতে শ্রেণীকৃত এবং আংলো আমেরিকান ক্যাটালগিং রুলস-২ অনুযায়ী সূচিকৃত করা হয়েছে। গ্রন্থাগারটি সব ধর্ম-বর্ণ, বয়স, পেশা নির্বিশেষে সব শ্রেণীর জনগণের জন্য উন্মুক্ত। শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি ছুটি ব্যতীত সব কর্মদিবসে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। তবে এতসব আয়োজন নিয়েও গ্রন্থাগারটি এখনও পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার বা এর কার্যক্রম চালু করা হয়নি। বর্তমানে গ্রন্থাগারটিতে কেবল সাধারণ পাঠকক্ষ ও শিশু পাঠকক্ষ চালু রয়েছে। বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার হলেও এটি শুধু সিলেট জেলার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গ্রন্থাগারটিতে অবকাঠামোগত সব ধরনের ব্যবহারিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হলেও পর্যাপ্ত সংখ্যক লোকবলের অভাবে পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু করতে পারছে না। প্রতিষ্ঠানটিতে মোট ৩৫টি পদ রয়েছে। এর মধ্যে ৪টি পদ রাজস্ব খাতে বিদ্যমান এবং বাকি ৩১টি পদ উন্নয়ন খাতের আওতায় রয়েছে। রাজস্ব খাতের পদগুলো হল সহকারী লাইব্রেরিয়ান, লাইব্রেরি সহকারী, বুকসটার, প্রহরী। এর মধ্যে লাইব্রেরি সহকারী পদটি শূন্য রয়েছে। এছাড়া উন্নয়ন খাতের বাকি ৩১টির মধ্যে নৈশপ্রহরী ৩ জন, মালি ১ জন এবং এমএলএসএস ১ জন করে মোট ৫ জন কর্মচারী কাজ করছেন। এদিকে উন্নয়ন খাতের পদগুলো রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াধীনে থাকলেও এ পর্যন্ত এর কোন পদ রাজস্ব খাতে আনা হয়নি। প্রকারান্তরে উন্নয়ন খাতের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে শূন্য। কেউ রয়েছেন প্রেষণে। উন্নয়ন খাতের পদগুলো পর্যায়ক্রমে রাজস্ব খাতে সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় থাকলেও তা না হওয়ায় কর্মক্ষেত্রে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন উন্নয়ন খাতে থাকা কর্মকর্তা কর্মচারীরা। গ্রন্থাগারটিতে ক্যাটালগার পদটি শূন্য বলে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে ক্যাটালগিং সিস্টেম চালু করা যাচ্ছে না। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করার কথা থাকলেও তা শুধু কথাতেই রয়ে গেছে। যথাযথ কার্যপরিচালনার লোকের অভাবে সেমিনার কক্ষটি রয়েছে তালাবদ্ধ। এছাড়া বিজ্ঞান পাঠকক্ষ এবং গবেষণা পাঠকক্ষটিও এজন্য চালু করা যাচ্ছে না। লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানা যায়, গ্রন্থাগারটি দুই শিফটে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চালু করা হবে। তবে তা কবে নাগাদ চালু হবে— সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু জানা যায়নি।

সিলেট বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার

যুগান্তর